NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

গবাদি পশুর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রোগের পারম্পরিক নিরাময় পদ্ধতি

হায়গ্রোমা (জয়েন্ট ফোলা)

উপাদান:
ঘৃতকুমারী -১০০ গ্রা.; চুন (ক্যালিসয়ম অক্সাইড) - ১০গ্রা.; হাড়জোড়া গাছের কান্ড-১০০গ্রা.; হলুদ -১৫ গ্রা.; রসুন - ৫ কোয়া; তিল তেল- এক লিটর

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) তেল ছাড়া সব উপাদানগুলি বেটে একটা প্রলেপ তৈরি করুন
(২) ১ লিটার তিল তেলে ফোটান এবং ঠান্ডা হতে দিন

প্রয়োগ:
(১) দিনে চার থেকে পাঁচ বার আক্রান্ত/ক্ষত স্থানে লাগান।
(২) দিনে দুবার গরম জলের সেক দিন।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

কাশি

উপাদান: এক দিনের জন্য
বাসক – একটি পাতা; তুলসী - ১ মুঠো; রসুন -৫ কোয়া ;
হলুদ- ১০ গ্রা.; গোলমরিচ- ১০ গ্রা. গুড় - প্রয়োজনমত

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) আলাদা করে গোলমরিচ ১০ থেকে ১৫ মিনিট ভেজান এবং বেটে নিন।
(২) বাকি উপাদানগুলি একসাথে বেটে নিন গুড়ের সাথে।

প্রয়োগ:
প্রতিদিন ২ থেকে ৩ বার খাওয়ান, যতক্ষণ উপসর্গ সমাধান না হয়।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

দুধের সাথে রক্ত

উপাদান: এক দিনের জন্য
কারি পাতা – ২ মুঠো; সজনে পাতা -২ মুঠো; গুড় –১০০গ্রা.;
লেবু- ৬ টা

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) গুড়ের সাথে কারি পাতা এবং সজনে পাতা বেটে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন
(২) অর্ধেক অংশে লেবু কেটে নিন

প্রয়োগ:
(১) উপসর্গ সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দিনে দুইবার খাওয়ান।
(২) একসাথে দুটো লেবু (অর্ধেক অংশে কাটা) দিনে তিনবার করে ৩ দিন খাওয়ান।

বি: দ্র::
সাথে ম্যাসটাইটিস বা ঠুনকো রোগের চিকিৎসা ও করুন।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

অ্যানএস্ট্রাস/ঋতুর অনুপস্থিতি /ঋতুতে না আসা

তৈরী করার পদ্ধতি:
গুড় এবং নুনের সাথে মিশিয়ে তাজা উপাদান গুলি নিম্নে দেওয়া ক্রম অনুসারে খাওয়াতে হবে।(১) পাঁচ দিনের জন্য একটি সাদা মূলা দিনে দুই বার। (২) চার দিনের জন্য একটি গোটা ঘৃতকুমারীর পাতা দিনে দুই বার। (৩) চার দিনের জন্য চার মুঠো সজনে পাতা দিনে দুই বার।। (৪) চার দিনের জন্য চার মুঠো হাড়জোড়া কান্ড দিনে দুই বার।।(৫) চার দিনের জন্য চার মুঠো কারি পাতা ৫ গ্রাম হলুদ গুঁড়ার সাথে মিশিয়ে দিনে দুই বার।

বি: দ্র::
চিকিৎসা শুরুর ১৫ দিন আগে কৃমি নাশক ঔষধ দিতে হবে।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

পালানপ্রদাহ বা ঠুনকো-সব ধরণের (ম্যাসটাইটিস)

জল ভিত্তিক পদ্ধতি

উপাদান: এক দিনের জন্য
ঘৃতকুমারী (পুরো পাতা)- ২৫০ গ্রা.; হলুদ গুঁড়ো -৫০গ্রা.;
ক্যালসিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড (চুন) -১৫ গ্রা.; লেবু- ৬ টা

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) ঘৃতকুমারীর পুরো পাতাটাকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন (কাঁটা বাদ দেবার পর)।
(২) হলুদ গুঁড়ো আর চুনের সাথে বেটে একটি লালচে প্রলেপ তৈরি করুন।

প্রয়োগ:
(১) প্রথমে পুরো পালান (সুস্থ ও অসুস্থ) থেকে দুধ বার করে নিতে হবে। এর পর পুরো পালান এবং বাঁট গুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
(২) এক মুঠো প্রলেপ এবং ২০০ মি.লি. জল মিশিয়ে পাতলা প্রলেপ বানিয়ে নিন।
(৩) প্রতিবার উপরোক্ত এক নম্বর পদক্ষেপটি অনুসরণ করার পর জল মিশ্রিত প্রলেপটি দিনে 10 বার করে টানা পাঁচ দিন প্রয়োগ করুন।
(৪) দিনের শেষ প্রলেপটিতে জলের বদলে তেল ব্যবহার করুন
(৫) একসাথে দুটো লেবু (অর্ধেক অংশে কাটা) দিনে তিনবার করে খাওয়ান তিন দিন ।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

পালানপ্রদাহ বা ঠুনকো-সব ধরণের (ম্যাসটাইটিস)

তেল ভিত্তিক প্রস্তুতি পদ্ধতি

উপাদান: এক দিনের জন্য
ঘৃতকুমারী (পুরো পাতা)- ২৫০ গ্রা.; হলুদ গুঁড়ো -৫০গ্রা.; ক্যালসিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড (চুন) -১৫ গ্রা.; লেবু- ৬ টা; সরষে অথবা তিল তেল- ৬০০ মিলি

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) ঘৃতকুমারীর পুরো পাতাটাকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন (কাঁটা বাদ দেবার পর)। (২) হলুদ গুঁড়ো আর চুনের সাথে বেটে একটি লালচে প্রলেপ তৈরি করুন।

প্রয়োগ:
(১) প্রথমে পুরো পালান (সুস্থ ও অসুস্থ) থেকে দুধ বার করে নিতে হবে। এর পর পুরো পালান এবং বাঁট গুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে এবং মুছে নিতে হবে। (২) এক মুঠো প্রলেপ এবং ২০০ মি.লি. সরষের অথবা তিল তেল মিশিয়ে পাতলা প্রলেপ বানিয়ে নিন। (৩) প্রত্যেক বার এক নম্বর পদক্ষেপটি অনুসরণ করার পর দিনে তিনবার এই তেল মিশ্রিত প্রলেপটি টানা পাঁচ দিন প্রয়োগ করুন। (৪) একসাথে দুটো লেবু (অর্ধেক অংশে কাটা) দিনে তিনবার করে তিনদিন খাওয়ান।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

ডাউনার (পায়ে ভর দিয়ে উঠতে না পারা)/ দুধজ্বর

উপাদান: এক ডোজের জন্য
দেশী মুরগির ডিম- ২ টো; সজনে পাতা -৪ মুঠো; হাড়জোড়া -৪ মুঠো
গুড় - প্রয়োজনমত

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) তাজা কাঁচা ডিম নিন।
(২) আলাদা আলাদা করে সজনে পাতার এবং হাড়জোড়ার কান্ড এর প্রলেপ তৈরি করুন এবং গুড়ের সাথে মেশান।

প্রয়োগ:
(১) একেবারে দুটো ডিম (খোসা সমেত) খাওয়ান। দিনে তিনবার।
(২) ডিমগুলো খাওয়াবার পূর্বে খোলাতে একটি ছোটো ছিদ্র করতে হবে।
(৩) প্রতি দুঘন্টা অন্তর পর পর যথাক্রমে সজনে পাতা এবং হাড়জোড়ার কান্ড খাওয়াতে হবে (৪ মুঠো করে)
(৪) চতুর্থ দিন পর্যন্ত প্রানীটিকে ওঠাবার বা তোলার চেষ্টা করবেন না।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

কীটনাশকর বিষক্রিয়া/এইচ.সি.এন. এর বিষক্রিয়া/ মাইকোটক্সিকোসিস

উপাদান:

তিন রাজা পদ্ধতি (এক বারের জন্য)
পান পাতা -১০ টি ; গোলমরিচ -১০গ্রা.; লবণ -১০ গ্রা.; গুড় - প্রয়োজনমত

অন্য উপাদান (একদিনের জন্য)
তেঁতুল - ১ কেজি ; জল - ১ লিটার ; ১ কেজি সজনা পাতার নির্যাস

তৈরী করার পদ্ধতি:

তিন রাজা পদ্ধতির প্রস্তুতি :
(১) পান পাতা, গোলমরিচ এবং লবণ বেটে একটা প্রলেপ তৈরি করুন।
(২) গুড় মিশিয়ে নিন

অন্য প্রস্তুতি: এক দিনের জন্য
(১) তেঁতুল ১৫ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখুন।
(২) ভেজানো তেঁতুলের রস বার করে নিন
(৩) তেঁতুলের রসে জল, সজনে পাতার নির্যাস এবং গুড় মেশান।
(৪) ভালো করে মিশিয়ে নিন।

প্রয়োগ:
(১) তিন রাজা প্রস্তুতিটির প্রথম ডোজ দিন।
(২) প্রতি দুঘন্টা অন্তর তেঁতুল- সজনে-গুড়ের ঘন আঠালো মিশ্রণটি খাওয়ান।
(৩) এর মাঝে তিন রাজা উপাদান মিশ্রণটি বার বার খাওয়াতে থাকুন

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

লাম্পি স্কিন ডিজীস

A খাওয়ানোর জন্য (কমপক্ষে এক ঘন্টার ব্যবধানে খাওয়ানো)

1 প্রথম মিশ্রণ

উপকরণ (এক ডোজ এর জন্য)
পান পাতা – 10 টা, গোল মরিচ- 10 গ্রা, লবণ - 10 গ্রা, গুড় - প্রয়োজন মতো

প্রস্তুতি
- প্রথম মিশ্রণ এবং গুড় এর সঙ্গে একটি পেস্ট তৈরি করুন
- ডোজটি ছোট ছোট অংশে খাওয়ান
- প্রথম দিন প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর এক ডোজ খাওয়ান
- দ্বিতীয় দিন থেকে ২ সপ্তাহের জন্য প্রতিদিন তিনটি ডোজ খাওয়ান
- প্রতিটি ডোজ তাজা প্রস্তুত করে খাওয়ান

2 দ্বিতীয় মিশ্রণ

উপকরণ (দুই ডোজ এর জন্য)
রসুন - 2 কোয়া, ধনে - 10 গ্রা, জিরা - 10 গ্রা, তুলসী - 1মুঠি, তেজ পাতা - 10 গ্রা, গোল মরিচ- 10 গ্রা, পান পাতা – 5 টা, ছাচী পেঁয়াজ – 2 টি, হলুদ গুঁড়া - 10 গ্রা, চিরতা পাতার গুঁড়ো - 30 গ্রা, মিষ্টি বেসিল পাতা - 1মুঠি, নিম পাতা - 1মুঠি, বেল পাতা - 1মুঠি, গুড় – 100 গ্রা

প্রস্তুতি
- গুড় এর সঙ্গে একটি পেস্ট তৈরি করুন
- ডোজটি ছোট ছোট অংশে খাওয়ান
- প্রথম দিন প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর এক ডোজ খাওয়ান
- দ্বিতীয় দিন থেকে সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন দুটি ডোজ খাওয়ান (সকালে এবং সন্ধ্যায়)
- প্রতিদিন তাজা প্রস্তুত করে খাওয়ান

B বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য (যদি ক্ষত থাকে)

উপকরণ
মুক্তোঝুরি পাতা - 1মুঠি, রসুন - 10 কোয়া, নিম পাতা - 1মুঠি, নারকেল বা তিলের তেল- 500 এম এল, হলুদ গুঁড়া - 20 গ্রা, মেহেন্দি পাতা - 1মুঠি, তুলসী পাতা - 1মুঠি

প্রস্তুতি
(1) সমস্ত উপাদান সঠিকভাবে মিশ্রিত করুন (2) 500 মিলি নারকেল বা তিলের তেল মিশ্রিত করুন, ফোটান এবং ঠান্ডা করুন

প্রয়োগ
ক্ষতটি পরিষ্কার করুন এবং সরাসরি এটি প্রয়োগ করুন

যদি ম্যাগটস দেখা যায়
নোনাআতা পাতার পেস্ট বা কর্পুর মিশ্রিত নারকেল তেল প্রয়োগ করুন যদি কেবল ম্যাগগট থাকে (শুধুমাত্র প্রথম দিন)

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

বাঁট কানা/টিট অবস্ট্রাকশান

উপাদান:
ধোয়া, তাজা নিম ডাল - ১টি; হলুদ গুড়ো; মাখন অথবা ঘি।

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) বাঁট এর দৈর্ঘ্য অনুসারে নিমডাল টুকরো করুন।
(২) হলুদ ও মাখন বা ঘি এর মিশ্রণ ভালকরে নিমডালে লাগান।
(৩) আক্রান্ত বাঁট গুলোর মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন ।

প্রয়োগ:
(১) মিশ্রণ লেপানো নিম ডাল আক্রান্ত বাঁটের ভিতর ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢুকিয়ে দিন।
(২) প্রতেক বার দুধ দোয়ানোর পর মিশ্রণ লাগানো তাজা নিম ডাল প্রয়োগ করুন।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

পালান ফোলা/আডার ইডিমা

উপাদান: এক বারের জন্য
তিল অথবা সরিষা তেল- ২০০ মিলি; হলুদ গুড়ো - ১ মুঠো; রসুন - ২ কোয়া।

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) হলুদ গুড়ো এবং পাতলা করে কাটা রসুন গরম তেলে দিন।
(২) গন্ধ ওঠা পর্যন্ত ভালো করে মেশান এবং /চুলা বন্ধ করুন (ফোটানোর দরকার নেই)
(৩) ঠাণ্ডা হতে দিন।

প্রয়োগ:
(১) পুরো ফোলা অংশে ও পালানে চাপ দিয়ে গোল করে ঘুরিয়ে লাগান।
(২) দিনে চারবার করে তিনদিন প্রয়োগ করুন।

সতর্কীকরণ:
ঠুন্‌কো থাকলে এটা প্রয়োগ করবেন না।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

এখানে উল্লেখিত ঔষধি-গাছ, বিভিন্ন মশলা এবং অন্যান্য উপাদান সাধারণত, নিরাপদ হিসেবে গণ্য করা হয়। যা-যা পদ্ধতি এখানে দেওয়া আছে, সবই শুধুমাত্র পরামর্শ হিসেবে দেওয়া। নির্দিষ্ট রোগ চেনা ও তার সঠিক চিকিত্সার জন্য নিকটবর্তী পশু-চিকিত্সকে দেখানো বাঞ্ছনীয়
প্রযুক্তিগত পরামর্শ: প্রোফেসর এন পুনিয়ামূর্তি (profpunniya@gmail.com) আরও অধিক তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন জ্যড্ড্যঢএল্ডএএঞ্জ.ঝণগ্ন

এখানে উল্লেখিত ঔষধি-গাছ, বিভিন্ন মশলা এবং অন্যান্য উপাদান সাধারণত, নিরাপদ হিসেবে গণ্য করা হয়। যা-যা পদ্ধতি এখানে দেওয়া আছে, সবই শুধুমাত্র পরামর্শ হিসেবে দেওয়া। নির্দিষ্ট রোগ চেনা ও তার সঠিক চিকিত্সার জন্য নিকটবর্তী পশু-চিকিত্সকে দেখানো বাঞ্ছনীয়
প্রযুক্তিগত পরামর্শ: প্রোফেসর এন পুনিয়ামূর্তি (profpunniya@gmail.com) আরও অধিক তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন জ্যড্ড্যঢএল্ডএএঞ্জ.ঝণগ্ন

এখানে উল্লেখিত ঔষধি-গাছ, বিভিন্ন মশলা এবং অন্যান্য উপাদান সাধারণত, নিরাপদ হিসেবে গণ্য করা হয়। যা-যা পদ্ধতি এখানে দেওয়া আছে, সবই শুধুমাত্র পরামর্শ হিসেবে দেওয়া। নির্দিষ্ট রোগ চেনা ও তার সঠিক চিকিত্সার জন্য নিকটবর্তী পশু-চিকিত্সকে দেখানো বাঞ্ছনীয়
প্রযুক্তিগত পরামর্শ: প্রোফেসর এন পুনিয়ামূর্তি (profpunniya@gmail.com) আরও অধিক তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন জ্যড্ড্যঢএল্ডএএঞ্জ.ঝণগ্ন

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

গবাদি পশুর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রোগের পারম্পরিক নিরাময় পদ্ধতি

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

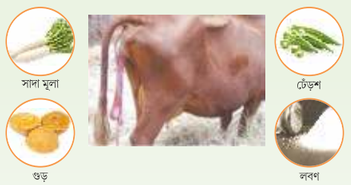

গবাদি পশুর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রোগের পারম্পরিক নিরাময় পদ্ধতি

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

গবাদি পশুর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রোগের পারম্পরিক নিরাময় পদ্ধতি

ফুল পড়তে বিলম্ব/ফুল না পড়া (রিটেনশন অফ প্লাসেন্টা)

উপাদান:
সাদা মূলা - ১টা পুরো; ঢেঁড়শ - ১.৫ কি.গ্রা.;
গুড় - প্রয়োজনমত; লবণ - প্রয়োজনমত।

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) প্রতিটি ঢেঁড়শ দু টুকরো করে কাটুন।

প্রয়োগ:
(১) বাছুর জন্মের দু ঘন্টার মধ্যে পুরো ১টা মূলা খাইয়ে দিন।
(২) বাছুর জন্মের আট ঘন্টা পরেও ফুল না পড়লে ১.৫ কেজি ঢেঁড়স গুড় ও লবণ মিশিয়ে খাওয়ান
(৩) বাছুর জন্মের ১২ ঘন্টা পরেও ফুল না পড়লে বেরিয়ে আসা অংশের মূলের খুব কাছে একটা গিট দিন এবং গিটের দু ইঞ্চি নীচে কাটুন ও এভাবে ছেড়ে দিন। গিট ভেতরে চলে যাবে।
(৪) হাত দিয়ে ফুল জোর করে বার করবেন না।
(৫) সপ্তাহে একটি করে মূলা, চার সপ্তাহ খাওয়ান।

বি:দ্র: নিশ্চিত করুন যে কাক, মাছি এবং অন্যান্য পোকা যেন উন্মুক্ত ফুলের উপর না বসে।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

বার বার গর্ভধারন না হওয়া (রিপিট - ব্রীডিং)

প্রয়োগ:
(১) গরম হওয়ার প্রথম অথবা দ্বিতীয় দিন থেকে চিকিৎসা শুরু করুন।
(২) নিম্নলিখিত ভাবে পরপর তাজা উপাদান প্রয়োগ করুন গুড় ও লবণ সহযোগে প্রয়োগ করুন।
(ক) দিনে এক বার পাঁচদিন ১টা করে সাদা মূলা রোজ খাওয়ান।
(খ) রোজ চারদিন ১টা করে ঘৃতকুমারী পাতা খেতে দিন।
(গ) রোজ চার মুঠো করে সজিনা পাতা চারদিন খাওয়ান।
(ঘ) রোজ রোজ চার মুঠো করে হাড়জোড়া গাছের ডাঁটা চারদিন খাওয়ান।
(ঙ) রোজ চার মুঠো করে কারিপাতা চারদিন হলুদ গুড়ো সহ কারে খাওয়ান ।
(চ) যদি পশুটি গর্ভধারণ না করে থাকে তাহলে এই চিকিৎসার পুনরাবৃত্তি করুন।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

খুরাই/এঁসো রোগ-পায়ের ক্ষত (এফএমডি -ফুট লিজন্স)

উপাদান:
মুক্তঝুরি পাতা - ১ মুঠো; রসুন - ১০ কোয়া; নিমপাতা - ১ মুঠো;
নারকেল/তিল তেল - ৫০০ মি.লি.; হলুদ গুড়া - ২০ গ্রা.; মেহেন্দি পাতা - ১ মুঠো; তুলসী পাতা ১ মুঠো;

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) সমস্ত উপাদান ভালকরে বেঁটে মেশান।
(২) এই মিশ্রণ ৫০০ মি.লি. তেলের সাথে মিশিয়ে ফোটান ও ঠাণ্ডা হতে দিন।

প্রয়োগ:
(১) ক্ষতের জায়গা পরিস্কার করে প্রলেপ লাগান অথবা ব্যাণ্ডেজ করেও লাগাতে পারেন।
(২) যদি ম্যাগট (এক ধরনের পোকা বা মাছির ডিম) থাকে তাহলে আতা পাতার প্রলেপ অথবা কর্পুর মিশ্রিত নারকেল তেল শুধুমাত্র প্রথম দিন প্রয়োগ করুন।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

জ্বর (ফিভার)

উপাদান: এক দিনের জন্য
রসুন - ২ কোয়া; ধনে - ১০ গ্রা.; জিরা - ১০ গ্রা.; তুলসী পাতা- ১ মুঠো;
শুকনো তেজপাতা - ১০ গ্রা.; গোলমরিচ - ১০ গ্রা.; পান পাতা - ৫টা;
গন্ধ পিঁয়াজ/পেঁয়াজ - ২ কোয়া; হলুদ গুড়া - ১০ গ্রা.; চিরতা পাতা গুড়া - ২০ গ্রা.; মিষ্টি তুলসী - ১ মুঠো; নিম পাতা - ১ মুঠো; গুড় - ১০০ গ্রা.।

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) জিরা, গোলমরিচ ও ধনে ১৫ মিনিট জলে ভেজান।
(২) সমস্ত উপাদান ভাল করে বেঁটে মিশিয়ে প্রলেপ তৈরী করুন।

প্রয়োগ:
(১) সকাল ও বিকেলে অল্প অল্প করে এই মন্ড খাওয়ান।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

কৃমি (অন্তঃপরজীবী)

উপাদান: এক দিনের জন্য
পেঁয়াজ - ১টা; রসুন - ৫ কোয়া; সর্ষে - ১০ গ্রা.; নিমপাতা - ১ মুঠো; জিরা - ১০ গ্রা.; করলা - ৫০ গ্রা.; হলুদ গুড়া - ৫ গ্রা.; গোলমরিচ - ৫ গ্রা.; থোড় - ১০০ গ্রা.; দন্তকলস - ১ মুঠো; গুড় - ১০০ গ্রা.।

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) গোলমরিচ, জিরা ও সর্ষে ৩০ মিনিট ভেজান।
(২) অন্য সমস্ত উপাদানের সঙ্গে বেঁটে মিশিয়ে মন্ড তৈরী করুন।

প্রয়োগ:
(১) ছোট ছোট গোল্লা তৈরী করুন মন্ড থেকে।
(২) রোজ একবার অল্প করে গোল্লা লবণ মিশিয়ে তিন দিন খাওয়ান।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

এঁটুলি বা বাহ্যপরজীবী (টিক/এক্টোপ্যারাসাইটস)

উপাদান:
রসুন - ১০ কোয়া; নিমপাতা - ১ মুঠো; হলুদ গুড়া - ২০ গ্রা.;
নিমফল - ১ মুঠো; পুটুশ পাতা - ১ মুঠো; তুলসী পাতা - ১ মুঠো, বচ/ঘরবচ রাইজোম - ১০ গ্রা.।

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) সব উপাদান বেঁটে ভালকরে মেশান।
(২) এই মিশ্রণটি ১ লি. পরিস্কার জলে মেশান।
(৩) মসলিন কাপড় বা সরু চালানি দিয়ে মিশ্রণটি ছাকুন।
(৪) স্প্রে বোতলে মিশ্রণটি ভর্তি করুন।

প্রয়োগ:
(১) পশুর পুরো শরীরে ছিটিয়ে দিন।
(২) গোয়াল ঘরের ফাটা-ফুটো জায়গাগুলিতে বা অন্য গর্তেও ছিটিয়ে দিন।
(৩) কাপড় ভিজিয়েও এই তরল প্রয়োগ করতে পারেন।
(৪) অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত সপ্তাহে একবার ব্যবহার করন।
(৫) এই প্রয়োগ শুধু দিনের বেলায় সূর্য্যের আলো থাকাকালীন সময় করবেন।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

জরায়ু বের হয়ে আসা/ প্রোলাপ্স

উপাদান:
ঘৃতকুমারী নির্যাস - পুরো একটা পাতা থেকে; হলুদ গুড়া - এক চিমটি;
লজ্জাবতী পাতা - দুই মুঠো।

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) ঘৃতকুমারী পাতা থেকে পুরো নির্যাস বের করুন।
(২) নির্যাসের চট্চটে ভাব না যাওয়া পর্যন্ত ধুতে থাকুন।
(৩) জল দিযে এটা এক লিটার বানান
(৪) এক চিমটি হলুদ গুড়া জলে মিশিয়ে যতক্ষণ না পরিমান অর্দ্ধেক হয় ফোটান। এরপর ঠাণ্ডা করুন।
(৫) আলাদা ভাবে লজ্জাবতী পাতার প্রলেপ তৈরী করুন।

প্রয়োগ:
(১) বাইরে থাকা অংশ পরিস্কার করুন।
(২) ঘৃতকুমারীর নির্যাস তার ওপর ছিটিয়ে দিন।
(৩) নির্যাস শুকিয়ে গেলে লজ্জাবতী পাতার প্রলেপ লাগান।
(৪) অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত বার বার প্রয়োগ করতে থাকুন।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

খুরাই/এঁসো রোগ-মুখের ক্ষত (এফএমডি - মাউথ লিজন্স)

উপাদান: এক বারের জন্য
জিরা - ১০ গ্রা.; মেথি - ১০ গ্রা.; গোলমরিচ - ১০ গ্রা.; হলুদ গুড়া - ১০ গ্রা.;
রসুন - চার কোয়া; নারকেল - ১টা; গুড় - ১২০ গ্রা.।

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) জিরা, মেথি ও গোলমরিচ ২০-৩০ মিনিট জলে ভেজান।
(২) ভিজা জিরা, মেথি, গোলমরিচ এবং রসুন বেঁটে, হলুদ ও গুড়ের সাথে একটি মিহি প্রলেপ তৈরী করুন।
(৩) একটা নারকেল কুরিয়ে প্রলেপ এর সাথে হাত দিয়ে মেশান।
(৪) প্রত্যেক বার প্রয়োগের জন্য নতুনভাবে এই মিশ্রন তৈরী করুন।

প্রয়োগ:
(১) মুখের ভিতর, জিহ্বা ও তালুতে লাগান।
(২) দিনে তিনবার,৩-৫ দিন এটা প্রয়োগ করুন।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

অতিসার/দাস্ত/পাতলা পায়খানা (ডাইরিয়া)

উপাদান: এক দিনের জন্য
মেথি - ১০ গ্রা.; পিঁয়াজ - ১টা; রসুন - ১ কোয়া; জিরা - ১০ গ্রা.;
হলুদ গুড়া - ১০ গ্রা.; কারিপাতা - এক মুঠো; পোস্তদানা - ৫ গ্রা.;
গোল মরিচ - ১০ গ্রা.; গুড় - ১০০ গ্রা.; হিং - ৫ গ্রা.।

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) জিরা, হিং, পোস্তদানা ও মেথি শুকিয়ে ভাজুন যতক্ষণ না ধোঁয়া ওঠে।
(২) ঠাণ্ডা হওয়ার পর গুড়া করে রাখুন।
(৩) অন্য সব উপাদানের সাথে বেঁটে মিশিয়ে মন্ড তৈরী করুন।

প্রয়োগ:
(১) মন্ড থেকে ছোট ছোট গোল্লা তৈরী করুন।
(২) দিনে একবার অল্প করে খাওয়ান, ১-৩ দিন অসুখ না সারা পর্যন্ত।

বি:দ্র: নিশ্চিত করুন যে প্রাণীটি দীর্ঘকাল স্থায়ী দুর্বলতা যেমন টিবি বা জোনস রোগ থেকে ভুগছে না। নিশ্চিত করুন যে প্রাণীটিকে সঠিক ভাবে ডিওয়ার্মিং বা কৃমিনাশ করা হয়েছে।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

পেট ফোলা ও বদহজম (ব্লোট এণ্ড ইনডাইজেশন)

উপাদান: এক দিনের জন্য
পেঁয়াজ - ১০০ গ্রা.; রসুন - ১০ কোয়া; শুকনো লঙ্কা - ২টা; জিরা - ১০ গ্রা.;
গোলমরিচ - ১০ গ্রা:; হলুদ - ১০ গ্রা.; গুড় - ১০০ গ্রা.; পানপাতা - ১০টা;
আদা - ১০০ গ্রা.।

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) গোলমরিচ ও জিরা ৩০ মিনিট ধরে ভেজান।
(২) অন্য সমস্ত উপাদানের সঙ্গে বেঁটে, মিশিয়ে একটি প্রলেপ তৈরী করুন।

প্রয়োগ:
(১) প্রলেপ থেকে ছোট ছোট মন্ড তৈরী করুন।
(২) রোজ তিন-চার বার, অল্প অল্প করে তিন দিন খাওয়ান, লবণের সাথে।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

বসন্ত বা আঁচিল (পক্স/ওয়ার্ট/ক্র্যাক্স)

উপাদান:
রসুন - ৫ কোয়া; হলুদ গুড়া - ১০ গ্রা.; জিরা - ১৫ গ্রা.; মিষ্টি তুলসী - ১ মুঠো
নিমপাতা - ১ মুঠো; মাখন - ৫০ গ্রা. (না পেলে ঘি - ৫০ গ্রা.)।

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) জিরা ১৫ মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখুন।
(২) সব উপাদান ভাল করে বেঁটে মিশিয়ে প্রলেপ তৈরী করুন।
(৩) ভালকরে মাখন এর সাথে মেশান।

প্রয়োগ:
(১) যতদিন পর্য্যন্ত ক্ষতস্থান ঠিক না হয় ততদিন বার বার প্রয়োগ করুন।
(২) চামড়া শুকিয়ে নিয়ে তবেই প্রলেপ লাগান।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

অ্যালার্জি/ বিষক্রিয়া/বিষাক্ত হুল ফোটা বা কামড়

উপাদান:
এক ডোজ বানানোর জন্য
(তামিল প্রথাগত সিদ্ধ বিশ্বাস অনুসারে)
পান পাতা - ১০ টি; গোলমরিচ -১০ গ্রা.; স্ফটিক লবণ -১০ গ্রা
গুড় - প্রয়োজনমত

তৈরী করার পদ্ধতি:
(১) উপরে দেওয়া উপাদানগুলি বেটে একটা মন্ড তৈরি করুন ।
(২) মণ্ডটিকে গুড়ের সাথে মেশান।

প্রয়োগ:
(১) অল্প অল্প করে খাওয়ান ।
(২) প্রতিদিন তিনটি ডোজ দিন দুই সপ্তাহের জন্য।

বি: দ্র::
বিকল্পরূপে , গুরুতর অবস্থায় প্রতি ২ ঘন্টা অন্তর ২-৩ ফোঁটা চোখে মিশ্রণের রস দেওয়া যেতে পারে (গুড় ছাড়া)।

এই কিউআর (QR) কোডটিকে স্ক্যান করুন
ইউ টিউব (You Tube)-এ ভিডিও দেখবার জন্য।

এখানে উল্লেখিত ঔষধি-গাছ, বিভিন্ন মশলা এবং অন্যান্য উপাদান সাধারণত, নিরাপদ হিসেবে গণ্য করা হয়। যা-যা পদ্ধতি এখানে দেওয়া আছে, সবই শুধুমাত্র পরামর্শ হিসেবে দেওয়া। নির্দিষ্ট রোগ চেনা ও তার সঠিক চিকিত্সার জন্য নিকটবর্তী পশু-চিকিত্সকে দেখানো বাঞ্ছনীয়
প্রযুক্তিগত পরামর্শ: প্রোফেসর এন পুননিয়ামূর্তি (profpunniya@gmail.com) আরও অধিক তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন জ্ঞজ্ঞঢএন্ডঞঞ্জ.ঝণগ্ন

এখানে উল্লেখিত ঔষধি-গাছ, বিভিন্ন মশলা এবং অন্যান্য উপাদান সাধারণত, নিরাপদ হিসেবে গণ্য করা হয়। যা-যা পদ্ধতি এখানে দেওয়া আছে, সবই শুধুমাত্র পরামর্শ হিসেবে দেওয়া। নির্দিষ্ট রোগ চেনা ও তার সঠিক চিকিত্সার জন্য নিকটবর্তী পশু-চিকিত্সকে দেখানো বাঞ্ছনীয়
প্রযুক্তিগত পরামর্শ: প্রোফেসর এন পুননিয়ামূর্তি (profpunniya@gmail.com) আরও অধিক তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন জ্ঞজ্ঞঢএন্ডঞঞ্জ.ঝণগ্ন

এখানে উল্লেখিত ঔষধি-গাছ, বিভিন্ন মশলা এবং অন্যান্য উপাদান সাধারণত, নিরাপদ হিসেবে গণ্য করা হয়। যা-যা পদ্ধতি এখানে দেওয়া আছে, সবই শুধুমাত্র পরামর্শ হিসেবে দেওয়া। নির্দিষ্ট রোগ চেনা ও তার সঠিক চিকিত্সার জন্য নিকটবর্তী পশু-চিকিত্সকে দেখানো বাঞ্ছনীয়
প্রযুক্তিগত পরামর্শ: প্রোফেসর এন পুননিয়ামূর্তি (profpunniya@gmail.com) আরও অধিক তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন জ্ঞজ্ঞঢএন্ডঞঞ্জ.ঝণগ্ন